৩৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা হতে পারে বিকালে

৩৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলের অপেক্ষায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের প্রতীক্ষার পালা শেষ হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পরীক্ষার ফল তৈরির সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার সরকারি কর্মকমিশনের (বিপিএসসি) জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। সভায় অনুমোদন হলে বিকালে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা ইসরাত শারমিন। তিনি মঙ্গলবার সকালে গণমাধ্যমকে বলেন, আজ ৩৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। এ জন্য বিকাল ৩টায় পিএসসি সিন্ডিকেট সভা ডাকা হয়েছে। সভায় চেয়ারম্যান স্যারের সভাপতিত্বে পিএসসির সদস্যরা এ সভায় উপস্থিত থাকবেন।

তিনি বলেন, সভায় ৩৮তম বিসিএসের পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশের প্রস্তাব তোলা হবে। প্রস্তাব অনুমোদন হলে বিকালের মধ্যে এ ফল প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীরা তাদের ফল পিএসএসির ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানতে পারবেন।

গত ২৯ জুলাই থেকে ৩৮তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। গত ১ জুলাই ৩৮তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে পাস করেন ৯ হাজার ৮৬২ জন। লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেন ১৪ হাজার ৫৪৬ প্রার্থী।

৩৮তম বিসিএসের মাধ্যমে ২ হাজার ২৪ ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল। তবে আরও ১৩৬ জন বেশি কর্মকর্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয় পরে। এতে করে এবার সব মিলিয়ে ২ হাজার ১৬০ জন নিয়োগ পাচ্ছেন।

৩৮তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় গত বছরের ১৩ আগস্ট। ২০১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিলিমিনারিতে ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৪৬৮ প্রার্থী আবেদন করেন। সুত্র-যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

‘ময়ূরের’ মালিকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চডুবির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩২ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।ছবি-যুগান্তর
রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির ঘটনায় ময়ূর-২ লঞ্চের মালিক ও মাস্টারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত হত্যা মামলা হয়েছে।

নৌপুলিশ সদরঘাট থানার এসআই মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম মামলাটি করেন।

মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলাটি করা হয় বলে ওসি মোহাম্মদ শাহজামান নিশ্চিত করেছেন।

তিনি যুগান্তরকে বলেন, মামলার এজাহারে লঞ্চের মালিক মোসাদ্দেক হামিদ ফোয়াদ, মাস্টার, সুকানিসহ সাতজনের অবহেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। তাদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

গতকাল সোমবার সকালে দুই চালকের অসতর্কতায় বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবে প্রাণ হারান ৩২ জন নিরীহ যাত্রী।

সদরঘাটের খুব কাছাকাছি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ৯টা ১২ মিনিটে ‘এমভি ময়ূর-২’ লঞ্চের ধাক্কায় মুহূর্তে ডুবে যায় যাত্রীবাহী ছোট লঞ্চ ‘এমএল মর্নিং বার্ড’।

এদিকে লঞ্চডুবির ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের মতো উদ্ধার অভিযান চলছে। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে উদ্ধারকাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। তবে এখনও পর্যন্ত নতুন করে কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

দ্বিতীয় দিনের অভিযানে আরও একজনের লাশ উদ্ধার

রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের অভিযানে আরও একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল লাশটি উদ্ধার করে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালে ৩৩ জনে।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেল থেকে যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ৯টার দিকে বুড়িগঙ্গার শ্যামবাজার উল্টিগঞ্জ পয়েন্টে ময়ূর-২ লঞ্চের ধাক্কায় মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যায়। ওই ঘটনায় গতকালই ৮ জন নারী, ৩ জন শিশুসহ মোট ৩২ জন যাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়।

লঞ্চডুবির ঘটনায় আজ সকালে ময়ূর-২ লঞ্চের মালিক ও মাস্টারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত হত্যা মামলা হয়েছে।

নৌপুলিশ সদরঘাট থানার এসআই মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলাটি করেছেন। আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন থানার ওসি মোহাম্মদ শাহজামান।

এদিকে ময়ূর-২ এর ধাক্কায় ডুবে যাওয়া মর্নিং বার্ড লঞ্চটি এয়ার লেপ্টিংয়ের মাধ্যমে পানির নিচ থেকে ওপরে তোলা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে লঞ্চটি উদ্ধারের পর সেটিকে এখন তীরে নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। সুত্র-যুগান্তর

মনে হচ্ছে এটি পরিকল্পিত

[redacted]: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

শিশু এবং ১৯ জন পুরুষ রয়েছেন। সূত্র-যুগান্তর

বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করতে বিজ্ঞাপন বন্ধের দাবী

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে, বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়’ শীর্ষক ওয়েবিনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা এগারোটায় এই র্ভাচুয়াল সভা শুরু হয়। সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ গ্রহন করে। ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও নতুন ধূমপায়ী তৈরি বন্ধে প্রচারণার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন জরুরী বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা বন্ধ করার দাবী জানিয়েছেন তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আইনে নিষিদ্ধ থাকলেও কোম্পানীগুলো বিভিন্ন অপকৌশলে বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রেখেছে। নতুন নতুন ধূমপায়ী তৈরি হলে ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। আমাদের হাতে অনেক গুলো টুলস আছে সেগুলো দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রতিরোধে করা যায়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন মেয়র এ্যালাইন্স ফর হেলদি সিটির সদস্য সচিব ও মানিকগঞ্জ পৌর মেয়র গাজী কামরুল হুদা সেলিম।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট(বাটা), এইড ফাউন্ডেশন, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, টিসিআরসি ও ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই র্ভাচুয়াল সভায় ডাব্লিউ বিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় অতিথি ছিলেন দ্যা ইউনিয়নের কারীগরি পরার্মশক মাহাবুবুল আলম তাহিন। এইড ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী তারিকুল ইসলাম পলাশ, আর্ন্তজাতিক সংস্থা সিটিএফকে প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর মাসুদ, নাটাবের প্রকল্প

সমন্বয়কারী খলিল উল্লাহ,টিসিআরসি প্রকল্প ব্যবস্থাপক ফারহানা জামান লিজা।

জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে সভায় সাফ, ইপসা, রাণী, টিসিআরসি, সিয়াম, পদ্মা, সিয়াম, এসিডি, এইড, ডাস, সাবলম্বি, আশ্রয়, ডিডিপি, টোবাকো কন্ট্রোল লিডারস ইন বাংলাদেশ, বিসিসিপি, ম্যাক বাংলাদেশ, মৌমাছি, আলো, পিডিএস, সপ্নডানা, ওয়াল্ড ক্যান্সার সোসাইটি, সূচিতা, বিএনটিটিপি, বউকস, অগ্রদূতসহ ছাত্র-ছাত্রী ও সেচ্ছাসেবক অংশ গ্রহন করেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তামাক পন্য বিক্রয়ে আলাদা লাইসেন্সিং ব্যবস্থা করা জরুরী। লাইসেন্সিংয়ের আওতায় নিতে পারলেই যত্রতত্র তামাক পন্য বিক্রয় এবং প্রচারণা বন্ধ করা সম্ভব। নতুন ধূমপায়ী সৃষ্টি না হলেই প্রধানমন্ত্রীর তামাকমুক্ত বাংলাদেশ সম্ভব হবে। বক্তারা বলেন তামাক কোন উপকারী পন্য নয় যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ জরুরী।

বাজেট বাস্তবায়নে অতীতে ব্যর্থ হইনি, ভবিষ্যতেও হবো না: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন আগামীতে দেশের সামনে যে সংকটই আসুক না কেন আওয়ামী লীগ সরকার তা শক্তভাবে মোকাবিলা করবে। আজ সোমবার জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর ভাষণ দেওয়ার সময় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এ সময় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

এসময় করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় ক্ষমতাসীন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাতের

বরাদ্দ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশে কোনো সংকট হতে দেবে না। আমরা বাজেট বাস্তবায়নে অতীতে ব্যর্থ হইনি, ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবো না। আমরা কখনও হতাশায় ভুগি না। যে বাজেট দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে আমরা সক্ষম হবো।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব মানদণ্ডে আমাদের শক্তিশালী অবকাঠামো আছে। চলতি জুন মাসেও আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। তাই যত বাঁধাই আসুক, তা অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাচ্ছে।’
প্রস্তাবিত বাজেটকে উচ্চাভিলাষী অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতি একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শুধু আমরা না, সারা পৃথিবীতেই এই অবস্থা। এ পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের বাজেট দিতে হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও একটা বিরূপ প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আশা করি ২০২১ সালে বিশ্ব ধীরে ধীরে করোনার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসবে। আমরা আশাবাদী যে, উত্তরণ ঘটবে। এ কারণেই উচ্চাভিলাষী বাজেট দিয়েছি।

বক্তব্যকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এ সরকারের বিভিন্ন প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা করোনা মোকাবিলা করছি, ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলা করেছি। আগামীতে বন্যা আসবে, সেটাও মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য প্রস্তুত আছি। আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়।

করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এতে মৃত্যুহার কম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনো মৃত্যুই কাম্য নয়, গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা এটা চাই না। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া যায়। মানুষও নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। করোনায় আমাদের মৃত্যুর হার ১.২৬ শতাংশ, যেখানে ভারতে তা ৩.০০ ও পাকিস্তানে ২.০৮ শতাংশ। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমরা মৃত্যুর হার নিম্ন রাখতে সক্ষম হয়েছি।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, করোনা পরিস্থিতেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর তেমন ক্ষতি হয়নি, যা প্রকৃতিক দুর্যোগে হয়। আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে হয়তো করোনার প্রতিষেধক চলে আসবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। আমরা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১ লাখ ৩ হাজার ১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। সূত্র-যুগান্তর

বড় পরিবর্তন ছাড়াই সংসদে অর্থ বিল-২০২০ পাস

বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে অর্থবিল-২০২০। প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বাজেটে বড় কোনো পরিবর্তন হয়নি, তাই অর্থ বিলেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। এই প্রথম প্রস্তাবিত বাজেটে কোনো রকম পরিবর্তনের ঘোষণা না দিয়েই অর্থ বিল জাতীয় সংসদে পাসের জন্য অনুরোধ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

সোমবার জাতীয় সংসদে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অর্থ বিল-২০২০ জাতীয় সংসদে পাসের জন্য ভোটে দিলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। সকালে সংসদের মুলতবি অধিবেশন শুরু হলে সরকারি ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা বাজেটের ওপর আলোচনা করেন। পরবর্তীসময়ে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন।

এর আগে জাতীয় সংসদের সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অর্থ বিলের বিভিন্ন অংশের সংশোধনী প্রস্তাব এনে বক্তব্য রাখেন।
সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমান, কাজী ফিরোজ রশিদ, মুজিবুল হক, আবুল হাছান মাহমুদ আলী, আলী আশরাফ, মশিউর রহমান রাঙার অর্থ বিলের ওপর আনা কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন অর্থমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বাজেট পাস হবে। এবং ১ জুলাই বুধবার থেকে নতুন বাজেট কার্যকর হবে।

নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির ৬ শতাংশ।

করোনা পরীক্ষার ফি নির্ধারণ : বুথে লাগবে ২০০, বাসায় ৫০০

বিনামূল্যে আর থাকছে না সরকারিভাবে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরীক্ষার আরটি-পিসিআর টেস্ট। পরীক্ষা ফি নির্ধারণ করে পরিপত্র জারি করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

এখন থেকে বুথে গিয়ে নমুনা দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্য ২০০ টাকা লাগবে। হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্যও লাগবে একই পরিমাণ টাকা। তবে বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করানোর জন্য দিতে হবে ৫০০ টাকা।

পরিপত্র অনুযায়ী, এ বাবদ আদায় করা টাকা সরকারি কোষাগারে যাবে। এতে আরও বলা হয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা, দুস্থ ও গরিব রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সরকারি আদেশ বহাল থাকবে। আর চিকিৎসা সুবিধা বিধিমালার আওতায় সরকারি কর্মকতা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকবে।
নতুন করোনাভাইরাস শনাক্তে শুরু থেকেই আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৬৮টি ল্যাবরেটরি চালু হয়েছে। আর এই পর্যন্ত পিসিআরে মোট পরীক্ষা করা হয়েছে সাত লাখ ৩০ হাজার ১৯৭টি নমুনা।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪০১৪ জনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৪০১৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। ফলে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৮০১ জনে।

আজ সোমবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৪৫ জনের। এ নিয়ে মোট মৃত্যু হলো ১৭৮৩ জনের। সূত্র-যুগান্তর